দৈনিক
ইনকিলাব

8-JUL 2008

প্রথম সারির কলেজগুলোতে দ্বিতীয় শিফট চালু ও আসন সংখ্যা বাড়াতে বাধা নেই

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের প্রথম সারির কলেজগুলো শিক্ষার মান অক্ষুণ্ন রেখে বাস্তবানুযায়ীভাবে দ্বিতীয় শিফট চালু কিংবা আসন সংখ্যা বাড়াতে পারবে। এজন্য সরকার কোন চাপ সৃষ্টি করবে না। এর পাশাপাশি সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহ তাদের নিজেদের সুবিধামতো আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত শাখা বা একাধিক শিফট চালু করতে পারবে। শিক্ষা উপদেষ্টা ডঃ হোসেন জিল্লুর রহমান গতকাল (সোমবার) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন। শিক্ষা উপদেষ্টা আরো বলেন, ঢাকা মহানগরীতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির চাপ কমাতে ঢাকা কলেজ, লালমাটিয়া গার্লস কলেজ, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজে আসন সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। আর যেসব সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভৌত সুবিধা আছে সে সকল উচ্চ বিদ্যালয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী

পৃঃ ২৪: কঃ ৭

চালু করা যায়।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা উপদেষ্টা

১২-এর পৃষ্ঠার পর

চালু হতে পারে। ইতোমধ্যেই ঢাকা মহানগরীর সরকারী ল্যাবরেটরি হাই স্কুল ও শেরে বাংলা নগর বালিকা বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণী চালু করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি নিশ্চিত করতে যে সকল সরকারী কলেজে ইতোপূর্বে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে পাঠদান চালু ছিল, সে সকল কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ পুনঃ চালুর বিষয়টি সরকার বিবেচনা করছে। ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ, ইডেন কলেজ, তিতুমীর কলেজ, সা'দত কলেজ, আনন্দমোহন কলেজ, ব্রজমোহন কলেজ, ব্রজলাল কলেজ, মাইকেল মধুসূদন কলেজ, এডওয়ার্ড কলেজ, কারমাইকেল কলেজ, রাজশাহী কলেজসহ যেসকল কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে পাঠদান বন্ধ হয়েছে সেখানে তা পুনরায় চালুর চিন্তা-ভাবনা করছে সরকার।

উপদেষ্টা দাবী করেন, বিগত বছরগুলোর তুলনায় এ বছরের পাসের হার ও সংখ্যা অধিক হলেও একাদশ শ্রেণীতে মোট ৭,৪৮৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৬ লাখ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা সম্ভব হবে। যা পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে অনেক বেশী। ৭,৪৮৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে-, সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৩,১৯২টি, মাদ্রাসা ২,৮৪২টি এবং কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সংখ্যা ১,৪৫৩টি। তিনি বলেন, ২০০৭ সালে জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর মোট সংখ্যা ছিল ৩২,৫৭০ জন। এ বছর এই সংখ্যা ৫২,৫০০-এ উন্নীত হয়েছে। ফলে মানসম্মত কলেজসমূহে ভর্তি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের মনে একরূপ অনিশ্চয়তা কাজ করছে। কিন্তু প্রকৃত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়- ২০০৭ সালে কেবল মাত্র ঢাকা মহানগরীতে ১৯৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণীতে ৫৩,৪৩২ জন ছাত্র ভর্তি হয়েছে। গত বছর ঢাকা মহানগরীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৪৭,২৭৫ জন। এর মধ্যে ৩৮,৯৬৮ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছিল। সেই সাথে অন্যান্য বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আসন সংখ্যা বিবেচনা করলে এ বছর ভর্তি নিয়ে কোন সমস্যা সৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই।

ডঃ হোসেন জিল্লুর বলেন, মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০৯ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রকাশিতব্য নবম-দশম শ্রেণীর ৩০টি পাঠ্যপুস্তকে অধ্যায়ভিত্তিক প্রশ্ন সংযোজন করা হবে। প্রশ্নগুলো শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে সহজ-সরল ও বোধগম্য ভাষায় রচনা করা হবে। তাছাড়া সকল পাঠ্যপুস্তকের প্রচ্ছদ আকর্ষণীয় করার জন্যও কার্যক্রম নেয়া হয়েছে।